দৈনিক ইনকিলাব

14 SEP 2009

মাদ্রাসা শিক্ষার উচ্চস্তরের জন্য

এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামী ভার্সিটি প্রতিষ্ঠার সুপারিশ শতাব্দীকালের দাবীকে পূরণ করেছে

—জমিয়াতুল মোদার্রেছীন

স্টাফ রিপোর্টার

বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সভাপতি আলহাজ্জ এ এম এম বাহাউদ্দীন, সিনিয়র সহ-সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা কবি রুহুল আমিন খান, মহাসচিব মাওলানা শাব্বীর আহমদ মোমতাজী এক যৌথ বিবৃতিতে একটি যুগোপযোগী, কর্মমুখী, বিজ্ঞান প্রযুক্তিসমৃদ্ধ ধর্মীয় ও নৈতিক ভিত্তিমূলক শিক্ষানীতি জাতিকে উপহার দেয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, পৃ ১০ ক ১৪

জমিয়াতুল মোদার্রেছীন

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্যমণ্ডলীকে অভিনন্দন জানান। নেতৃবৃন্দ বলেন শিক্ষা পদ্ধতি, শ্রেণীবিন্যাস, শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, আধুনিক বিশ্বের সমমানে উন্নীত করার কৌশল সবকিছু মিলিয়ে নতুন শিক্ষানীতির কাঠামো আশাব্যঞ্জক। মাদরাসা শিক্ষার জন্য একটি এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ শতাব্দীকালের দাবীকে পূরণ করেছে। প্রাক-প্রাথমিক হতে নৈতিকতাভিত্তিক মক্তব শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করার মতো যুগান্তকারী পদক্ষেপ সত্যই ইতিবাচক, তবে দ্বীনি শিক্ষার স্বার্থে ও মাদরাসা শিক্ষার স্বকীয়তা বজায় রাখার জন্য যেসব বিষয় সংশোধনী আনতে হবে তা নিম্নরূপ ঃ ১. প্রস্তাবিত এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হবে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়। ২. মাদরাসা শিক্ষার কারিকুলাম সিলেবাস, পাঠ্যপুস্তক মাদরাসা বোর্ড ও প্রস্তাবিত ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ই নির্ধারণ করবে। ৩. মাদরাসা শিক্ষার স্বকীয়তা ও দ্বীনি শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত মান ঠিক রাখার জন্য ইবতেদায়ী ১ম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত কোরআন, হাদীস, ফিকাহসহ আরবী সাহিত্য ও ইসলামের ইতিহাস ঠিক রেখে কারিকুলাম বিন্যাস করতে হবে। কোন অবস্থাতেই এসব বিষয় সংকোচন করা যাবে না। তবে প্রযুক্তি, জলবায়ু পরিবর্তন, বাংলাদেশ স্টাডিজ সব বিষয়ে নম্বর পুনর্বিন্যাস করে কারিকুলামে রাখা হবে। প্রয়োজনে বিশেষ শিক্ষা হিসেবে সাধারণ শিক্ষার চেয়ে মাদরাসার বিষয়গুলোতে নম্বর বেশী থাকতে হবে। ৪. ঘোষিত শিক্ষানীতির মাদরাসা শিক্ষা অধ্যায় কৌশল ৩, ৮ ও ১১নং অনুচ্ছেদে সংশোধনী আনতে হবে। ৫. সাধারণ শিক্ষায় ১ম শ্রেণী থেকেই ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। ৩য় শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত আরবী ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে সন্নিবেশিত করতে হবে, যাতে ৮ম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার পর যে কোন ছাত্রছাত্রীর মাদরাসায় ভর্তি হওয়ার সুযোগ থাকে। ৬. মাদরাসা ছাত্রছাত্রীদের উচ্চতর গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। জমিয়াত নেতৃবৃন্দ বলেন, শিক্ষা কমিশনে মাদরাসা শিক্ষা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সম্পৃক্ততা থাকলে এ সমস্যার সৃষ্টি হতো না। নতুন শিক্ষানীতিতে দাখিল ও আলিমকে একীভূত করে মাধ্যমিক স্তর করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে দাখিল ও আলিম মাদরাসাসমূহের সমন্বয় কিভাবে হবে তা স্পষ্ট নয়। তাই সবাই বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন। জমিয়তের প্রস্তাব হলো মাদরাসা বিশেষজ্ঞ শিক্ষাবিদদের নিয়ে কমিশনের যৌথ বৈঠকের মাধ্যমে বিষয়টি সুরাহা করতে হবে। অন্যথায় দেশব্যাপী গণঅসন্তোষ ও প্রতিবাদের ঝড় উঠবে, যার দায়দায়িত্ব সরকারকে বহন করতে হবে। সরকারের যে কোন ইতিবাচক পদক্ষেপকে জমিয়াত স্বাগত জানাবে। তবে কোন অবস্থাতেই মাদরাসার স্বকীয়তা ক্ষুণ্ন হতে পারে এমন বিষয় মেনে নেবে না। জমিয়াত নেতৃবৃন্দ আশা প্রকাশ করে বলেন, প্রয়োজনের তাগিদে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা কমিশনসহ সংশোধনী কমিটি বিষয়গুলো অগ্রাধিকারভিত্তিতে সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।